গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা।

"মুজিব বর্ষের প্রতিশ্রুতি
সেবা, ত্যাগ ও অগ্রগতি"

স্মারক নং-৫৮.০৩.০০০০.০২০.১৫.০১৪.১৮- ১১১৬৬

তারিখ- ৭ আশ্বিন ১৪২৭ বঃ
২২ সেপ্টেম্বর ২০২০খ্রিঃ

বিষয় : উত্তম চর্চা (Best practices) তালিকা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার ৫.১ ক্রমিকে উত্তম চর্চার তালিকা প্রেরণের জন্য নির্দেশনা রয়েছে।

০২। উক্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নের নিমিত্ত ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ২০২০-২১ অর্থবছরের উত্তম চর্চার তালিকা মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য প্রেরণ করা হলো।

(ক) বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও স্থাপনাসমূহে জীবাণুনাশক ছিটানো;
(খ) রোহিঙ্গা শরণার্থীদের শিবিরে উদ্ধার ও দুর্যোগ বিষয়ক প্রশিক্ষণদান;
(গ) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে সেবাগ্রহীতাদের প্রতিক্রিয়া, অভিযোগ-অনুযোগ ও মতামত জানা;
(ঘ) সড়ক ও নৌ-দুর্ঘটনায় দ্রুত সাড়াদানে ৯৪টি ঝুঁকিপূর্ণস্থানে টহল ইউনিট মোতায়েন;
(ঙ) আটকে পড়া পোষা বা বিরল প্রজাতির পশু-পাখি উদ্ধার;
(চ) স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় আকস্মিক বন্যায় উদ্ধার কার্যক্রম ও ত্রাণসামগ্রী বিতরণ;
(ছ) বর্ষায় পাহাড়ধসের ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় গণসচেতনতা বৃদ্ধি;
(জ) করোনা আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসালয়ে স্থানান্তর;
(ঝ) অফিসের প্রবেশদ্বারে সাবান ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার দ্বারা জীবাণুমুক্তকরণের ব্যবস্থা করা;
(ঞ) স্বাস্থ্যবিধি মেনে দাপ্তরিক সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা।

২২/৯/২০২০

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
মোঃ সাজ্জাদ হোসাইন, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, এমফিল
মহাপরিচালক
ফোন : ৯৫৫৮৮৮০

সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গতি সেবা ত্যাগ

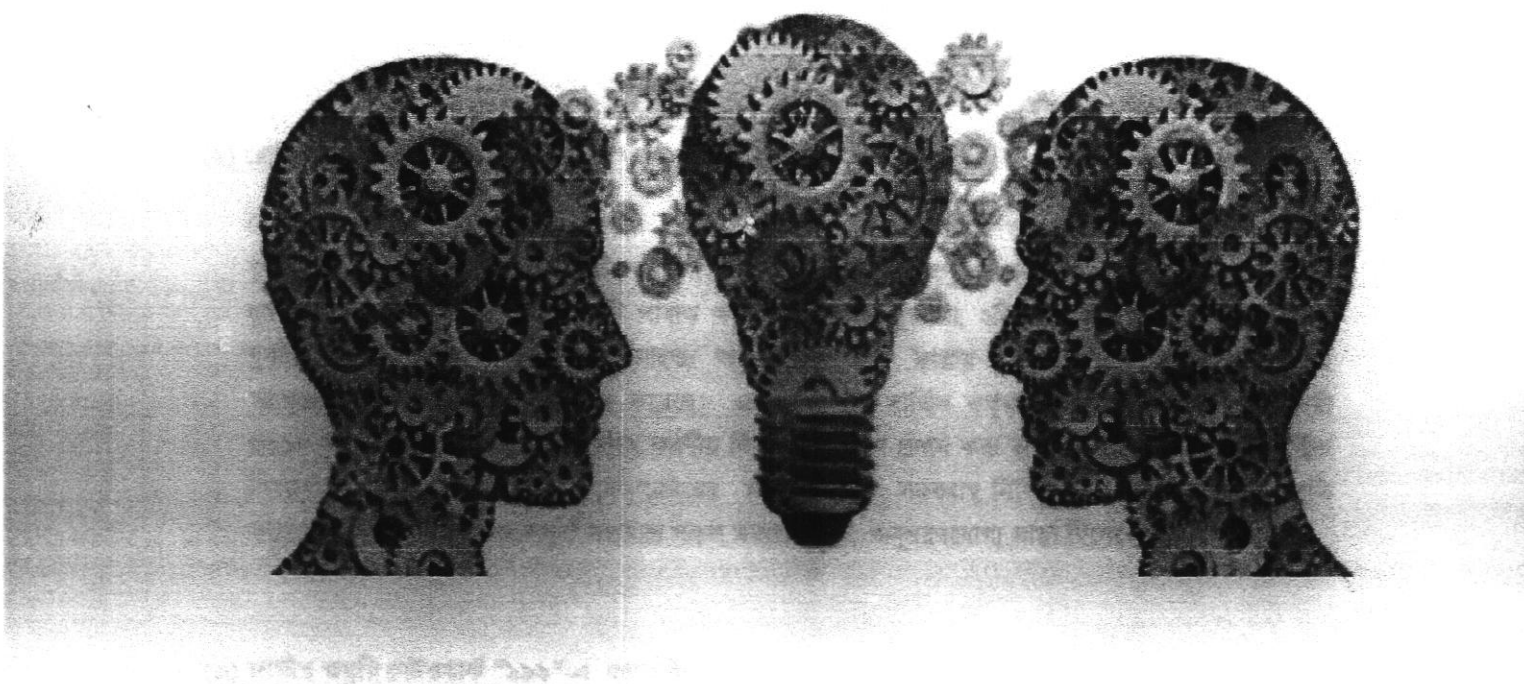

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর , ৩৬-৪২ কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা।

অদ্যাবধি অনসৃত উত্তম চর্চাসমূহ:

(১) কোভিড-১৯ প্রতিরোধে পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ:

উহান শহরে উদ্ভূত করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলাদেশেও এ ভাইরাসের আক্রমণে সহস্রাধিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। এখনও ভ্যাকসিন আবিষ্কার না হওয়ায় এবং বিস্তার নিয়ন্ত্রণ করাই এখন পর্যন্ত রোগটি প্রতিরোধের একমাত্র উপায় বিধায় বিস্তাররোধে বহিরাগত ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চলাচল নিয়ন্ত্রণ, হাত ধোয়া বিষয়ক আচার পালন, রোস্টারের মাধ্যমে রুটিন ডিউটি পালন, বাইরে থেকে আগত কর্মীদের খন্ডকালীন কোয়ারেন্টাইনে রাখা, সকল সভা/সেমিনার অনলাইনে সম্পন্নকরণসহ সতর্কতামূলক ব্যবস্থাদি নেয়ায় আগত সেবাপ্রত্যাশি ও অধিদপ্তরের কর্মীদের মাঝে আস্থা তৈরি হয়েছে।

তাছাড়া বিদ্যমান পরিস্থিতি মোকাবিলায় অধিদপ্তর গৃহীত কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে ৭টি পানিবাহী গাড়ি দ্বারা ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এবং সকল বিভাগীয় দপ্তরের ২টি করে পানিবাহী গাড়ি ও প্রত্যেক জেলা সদরের ১টি করে পানিবাহী গাড়ি দ্বারা শহর এলাকায় পানিমিশ্রিত জীবাণুনাশক ছিটানো কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে উপজেলা পর্যায়েও এ কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া, অগ্নিদুর্ঘটনাসহ সকল জরুরি পরিস্থিতিতে সাড়াদানের সক্ষমতা অক্ষুন্ন রেখে ২৮ মার্চ ২০২০ তারিখ হতে কিছুটা পরিবর্তিত আঙ্গিকে সকল ফায়ার স্টেশনের ২য় কল (পানিবাহী গাড়ি নয়) গাড়িতে পানির ট্যাংক স্থাপন করে শহর ও নগরের রাস্তাঘাট এবং আবাসিক এলাকায় পানির সাথে জীবাণুনাশক ছিটানো কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে;

(২) রোহিঙ্গা শরণার্থীদের উদ্ধার ও শিবিরে দুর্যোগ বিষয়ক প্রশিক্ষণদান:

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সহায়তায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে উখিয়ার কুতুপালং এবং টেকনাফে মোট ০২টি স্যাটেলাইট স্টেশন চালু করে যেগুলো অদ্যাবধি ৩৩টি অগ্নিকান্ড ও ০২টি দুর্ঘটনাসহ মোট ৭৭ টি অগ্নিকান্ড, ২টি পাহাড় ধস, ০৮টি সড়ক দুর্ঘটনা, ২টি নৌ দুর্ঘটনা এবং অন্যান্য ১৭টি দুর্ঘটনায় সাড়া দেয়াসহ ৯০৩ জন আহত/ অসুস্থ শরণার্থীকে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স নিজ অ্যাম্বুলেন্সযোগে হাসপাতালে স্থানান্তর করেছে। এছাড়া ফায়ার সার্ভিস কর্তৃক রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বসবাসকারী ৩১১০ জন শরণার্থীকে দুর্যোগ প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। শরণার্থীদের বায়োমেট্রিক নিবন্ধনকালে ফায়ার সার্ভিস ১৮টি জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করেছে। শরণার্থীদের প্রতি ফায়ার সার্ভিস এর এরূপ স্বতঃস্ফূর্ত সহায়তা সকল মহলে একটি অনুসরণযোগ্য সাড়া হিসেবে প্রশংসিত হয়েছে।

(৩) জাতীয় জরুরি নেটওয়ার্ক "৯৯৯"-এ অন্তর্ভুক্তি:

জাতীয় জরুরি সেবা কেন্দ্র "৯৯৯" এর মাধ্যমে অ্যাম্বুলেন্স সেবা নিশ্চিতকরা সহ যে কোন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগে তাৎক্ষণিক সাড়া প্রদান করা হচ্ছে। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মীগণ অন্যান্য সংস্থার পাশাপাশি এ জরুরি সেবা কেন্দ্রে গুরুত্বপূরণ দায়িত্ব পালন করে আসছে। এ হেল্পলাইন ব্যবহার করে অধিদপ্তরের ফায়ারফাইটারগণ ২০১৯ সালে ১৭৭৪৩টি সহ এযাবৎ ৩৮১৫৭টি কলে সাড়া দিয়েছে যার মধ্যে ৮৯৩৪টি অগ্নিকান্ড ১৫৮৪টি সড়ক দুর্ঘটনা, ৬৫৯৭টি অন্যান্য দুর্ঘটনা এবং ৬২৪টি অ্যাম্বুলেন্স কল রয়েছে।

(৪) ঘূর্ণিঝড়/ সাইক্লোন:

আর্দ্র গ্রীষ্মমন্ডলে অবস্থিত বাংলাদেশের স্বতন্ত্র ভৌগোলিক অবস্থান এদেশে মৌসুমী বায়ুর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবছরই সর্বনাশা ঘূর্ণিঝড়, কালবৈশাখী ঝড় এবং টর্নেডো বয়ে আনে। আইলা, সিডর, মহাসেন এর মতো দুর্যোগে কাজ করে ফায়ার সার্ভিস এখন দক্ষ ও পরিপক্ক। ২০১৯ সালে সুপার সাইক্লোন আম্ফানসহ সারাদেশে মোট ৯৯ টি ঘূর্ণিঝড়ে সাড়া দিয়ে ফায়ার সার্ভিস ৭১জন নিহত ও ৭৩ জন আহতকে উদ্ধার করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে রাজধানীর উপর দিয়ে দু'দফা ঘূর্ণিঝড় বয়ে যাওয়ার পর অর্জিত দক্ষতা কাজে লাগিয়ে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ভেঙ্গে পড়া ও উপড়ে পড়া গাছ অপসারণ করে জনজীবনে স্বস্থি আনায় রাজধানীবাসি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ভূয়সী প্রশংসা করেছে।

(৫) রোড টহল:

জীবনের তাগিদেই মানুষ একস্থান হতে অন্যস্থানে গমনাগমন করে আর এ দেশে গমনাগমনের অন্যতম মাধ্যম হলো সড়কপথ । বর্তমানে সড়কপথ ব্যবহারকারীদের নিকট দুর্ঘটনা একটি দুর্যোগ হিসেবে দেখা দিয়েছে। সড়ক দুর্ঘটনায় বর্তমানে প্রতিবছর মৃত্যুহার শতকরা ৬০ জনের অধিক। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর যে কোন সড়ক দুর্ঘটনা সংগঠিত হবার পর উদ্ধারকাজে নিয়োজিত হয়। স্টেশনের সংখ্যা সীমিত হওয়ায় দ্রুত সাড়াদান নিশ্চিতকল্পে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন সড়ক/ মহা-সড়কের ৯৩টি স্থানে আধুনিক সাজসরঞ্জামে সজ্জিত উদ্ধার যান ও অ্যাম্বুলেন্স ইউনিট মোতায়েন করা ছিলো। বর্তমানে করোনা পরিস্থিতিতে ঢাকা জেলা বাদে মোট ৫৬টি স্পটে টহল ইউনিট মোতায়েন আছে। তাছাড়া, ঈদ-পার্বনে আরো ১৮টি টহল ইউনিট বহরের সাথে যুক্ত হয় যারা দুর্যোগে কাজ করার পাশাপাশি বিভিন্ন সড়ক ও নৌ টার্মিনালে গাড়ির গতিবেগ সীমিত রাখার জন্য প্রচার-প্রচারণাও চালিয়ে থাকে। ২০১৮-১৯ সালে চালু হওয়া এ মহতী উদ্যোগটি জনগণের নিকট সমাদৃত হওয়ায় এখনো চালু রয়েছে।

(৬) পাহাড় ধস প্রতিরোধে কার্যক্রম:

আমাদের পাহাড়ি অঞ্চলের উপরের দিকের মাটিতে কঠিন শিলার উপস্থিতি না থাকায় পাহাড় ধসের আশঙ্কা এমনিতেই বেশি। তন্মধ্যে আমরা বসবাস ও চাষাবাদের জন্য পাহাড়ের উপরের দিকের শক্ত মাটির স্তর কেটে ফেলায় পাহাড় ধস এখন প্রতি বছরের অবশ্যম্ভাবী দুর্যোগ হিসেবে দেখা দিয়েছে। গত ২০১৯ সালে ১ টি পাহাড় ধসের ঘটনা ঘটেছে যেগুলোতে ফায়ার সার্ভিস সাড়া দিয়ে ১ জন নিহত ও ৬ জন আহতকে উদ্ধার করেছে। এ থেকে পরিত্রাণ পেতে বর্ষা আগমনের পূর্বেই সতর্কতামূলক মাইকিং ও গণসংযোগ কার্যক্রম চালানো হয়েছে। বিধিবদ্ধ ও অর্পিত দায়িত্ব না হওয়া সত্বেও পাহাড় ধসে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্মীদের সেবা কার্যক্রম স্থানীয়মহলসহ সকলের নিকট ভূয়শী প্রশংসা অর্জন করেছে।

(৭) বন্যায় উদ্ধার কার্যক্রম ও ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ:

সাম্প্রতিক সময়ে দেশের উত্তরাঞ্চল সংগঠিত আগাম বন্যায় কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, লালমনিরহাট, মৌলভীবাজার, সিরাজগঞ্জ, জামালপুরসহ বেশ কয়েকটি জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়। এহেন পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের সার্বিক সহযোগিতা নিয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের স্থানীয় ইউনিট ও ওয়াটার রেসকিউ ইউনিট সমন্বিতভাবে উপদ্রুত এলাকায় উদ্ধার কাজ পরিচালনার পাশাপাশি বিশুদ্ধ পানি, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ও ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করে। ফলে, পানির তোড়ে সহায় সম্বল ভেসে যাওয়া এ সকল দুস্থ মানুষের নিকট ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স আস্থা ও নির্ভরতার প্রতীক হিসেবে দেখা দেয়।

(৮) পশু –পাখি উদ্ধার:

কেবল অগ্নিকান্ড, সড়ক ও নৌ দুর্ঘটনা বা ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত হলেই নয়, ছোট্ট থেকে ছোট্ট ঘটনায়ও ছুঁটে গিয়ে প্রাণ বাজি রাখছেন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের উদ্যোমী কর্মীরা। হোক সেই পশু-পাখি আর হোক মানুষ। রাজশাহীতে তারে জড়িয়ে যাওয়া বসন্ত বাউরি উদ্ধার, বগুড়ার ধূনটে পরিত্যক্ত কূপে পড়ে যাওয়া ছাগল উদ্ধার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গাছ হতে আহত বাজ পাখি উদ্ধার, লালবাগে ওয়াটার রিজার্ভার ট্যাংকে পড়ে যাওয়া কোরবানীর পশু উদ্ধার, বহুতল ভবনের কার্ণিশ হতে পোষা বিড়াল উদ্ধারের পাশাপাশি পায়ে জাল জড়িয়ে গাছে আটকে পড়া দুর্লভ হিমালয়ান গ্রিফিন শকুন এ বিভাগের তৎপরতা এবং জীবের প্রতি এ ধরনের সহমর্মিতা ও সদয় হওয়ায় আপামর জনসাধারণ ফায়ার সার্ভিস ও তাদের কর্মীদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। স্থানীয় পত্রিকাগুলোও কখনো কখনো এ ধরনের ঘটনাগুলোকে শিরোনাম করেছে।

(৯) পবিত্র ঈদ উপলক্ষ্যে বিশেষ সেবা কার্যক্রম পরিচালনা:

পবিত্র ঈদ উপলক্ষে সড়ক ও নৌ পথে যাতায়াতকারীদের প্রতিবছরই দুর্ঘটনার শিকার হতে হয়। এসব দুর্ঘটনায় মহিলা, বয়োজ্যেষ্ঠ ও শিশুদের লঞ্চ/ট্রলার ও বাসে উঠতে গিয়ে যেন দুর্ঘটনায় আহত নিহত হতে না হয় সে জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর কর্মীগণ বিশেষ সহায়তা করাসহ তাদের মধ্যে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ এবং সংশ্লিষ্ট লঞ্চঘাটে সতর্কতামূলক মাইকিং করেছে। এর মাধ্যমে ইচ্ছা থাকলে বিধিবদ্ধ কাঠামোর বাইরেও যে জনসেবামূলক কাজ করা যায় সে সত্যটি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

(১০) কমিউনিটি ভলান্টিয়ার প্রস্তুতকরণ:

২০১১ সালে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার আর্থিক সহায়তায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি হিসেবে ৬২০০০ কমিউনিটি ভলান্টিয়ার তৈরিকরণে কাজ শুরু করে। ২০১৮ সালে ২৩০ জনসহ এ পর্যন্ত মোট ৪০৭১২ জন এলাকা ভিত্তিক কমিউনিটি ভলান্টিয়ার রেজিস্ট্রেশন করে মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন আগুন ও দুর্ঘটনায় এ সকল কমিউনিটি ভলান্টিয়ার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মীদের কাঁধে কাঁধ রেখে কাজ করে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

(১১) কোভিড-১৯ রোগী পরিবহনে বিশেষ অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস চালু:

অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স দ্বারা স্পর্শকাতর ও মারাত্মক ছোঁয়াচে রোগী পরিবহন নিষিদ্ধ থাকলেও বৈশ্বিক করোনা পরিস্থিতিতে মানবতার ডাকে সাড়া দিয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বিশেষভাবে সজ্জিত অ্যাম্বুলেন্স যোগে রোগী পরিবহন অব্যাহত রেখেছে। করোনাকালে নিজেদের জীবনকেও ঝুঁকিতে ফেলে অগ্নিসেনাদের গৃহীত এ পদক্ষেপ আক্রান্ত মানুষের মনে আশার সঞ্চার করেছে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের উত্তম চর্চা সম্পর্কিত ফটোগ্যালারী

কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি বেসরকারি স্থাপনা ও সড়কে পানি মিশ্রিত জীবানুনাশক ছিটাচ্ছে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীবৃন্দ

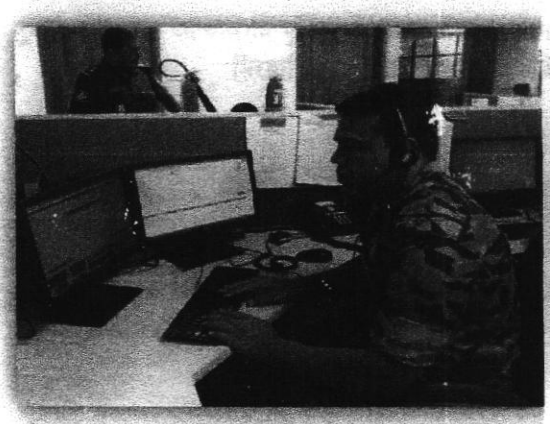

সংযুক্তির মাধ্যমে "৯৯৯"-এ দায়িত্বরত ফায়ার সার্ভিস সদস্য

৯৯৯ এর মাধ্যমে সংবাদ পেয়ে উদ্ধারকাজে নিয়োজিত ফায়ারফাইটারবৃন্দ

রোহিঙ্গাদের দুর্যোগ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ক প্রশিক্ষণ দিচ্ছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স

সুপার সাইক্লোন আম্ফানসহ ঘূর্ণিঝড়ে ভেঙ্গে পড়া ও উপড়ে পড়া গাছ অপসারণ করে জনজীবন স্বাভাবিক রাখায় নিয়োজিত ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মীবৃন্দ

পায়ে কারেন্ট জাল জড়িয়ে গাছে আটকে পড়া দুর্লভ জাতের হিমালয়ান গ্রিফিন শকুন ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের তৎপরতায় উদ্ধার

ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা কূপের ভেতর পড়ে যাওয়া ঘোড়া উদ্ধার করছে

সেবাকে নাগরিকদের দোরগোড়ায় পৌছে দিতে ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে টহল দিচ্ছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স

পাহাড় ধসে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর উদ্ধার কার্যক্রম

স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবীরা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স হতে দুর্যোগ মোকাবিলার প্রশিক্ষণ নিচ্ছে

সাম্প্রতিক বন্যায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতা

ঈদে ঘরমুখো মানুষকে বোট/সি-বোট/ লঞ্চে উঠানামায় সহযোগিতা করছে ফায়ার সার্ভিস কর্মীবৃন্দ

কোভিড-১৯ রোগী পরিবহণে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বিশেষ অ্যাম্বুলেন্স

----(০)----